দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 01 1999

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

ছাত্রলীগের আজম-নাসির বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলে নিয়ে নাসির তার আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। চর দখলের কায়দায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের অভিযানে বিরোধী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের রক্ত যেমন ঝরেছে, তেমনি তার নিজদলীয় ছাত্র সংগঠন মুজিববাদী ছাত্র লীগের রক্তেও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের হাতিয়ার রঞ্জিত হয়েছে। পুলিশ নাসিরকে গ্রেপ্তারের পর এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ৬টি মামলার সন্ধান পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১৯৯৩ সালের ১৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডক্টরস ক্যাফেটেরিয়ায় ট্রিপল মার্ডার মামলা। উক্ত মামলার বিবরণে প্রকাশ, ছাত্রদলকে মেডিকেল কলেজ থেকে উৎখাত করে সেখানে ছাত্র লীগকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ছাত্র লীগ তথা নাসির বাহিনীর সদস্যরা প্রকাশ্যে দিনের আলোতে সশস্ত্র হামলা চালায়। মেডিকেল কলেজ ছাত্র লীগের নেতারা সরাসরি এ হামলার নেতৃত্ব দেয়। ছাত্রদল নেতা সেকান্দরকে খুন করতে গিয়ে সন্ত্রাসীরা ব্রাশফায়ার করে হত্যা করেছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবীন ডাক্তার মিজানুর রহমান, তার বন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা মেধাবী ছাত্র বুরহান ও তার বন্ধু ফরিদকে। উক্ত সন্ত্রাসী হামলায় তৎকালীন বিএমএ'র নেতা ডাঃ খুরশিদ জামিল চৌধুরীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছিলেন। বর্বরোচিত এ হত্যাকাণ্ডের পরও পুলিশ নাসিরকে গ্রেফতার করেনি। মেডিকেল কলেজ দখলের উদ্দেশ্যে উক্ত হামলা চালানো হলেও টার্গেট মিস হওয়ায় ট্রিপল মার্ডারের দায়ে ছাত্র লীগ ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই এ সন্ত্রাসীরা ছাত্রদলকে অস্ত্রের মুখে বের করে দিয়ে চর দখলের কায়দায় হোস্টেল দখলে নেয়। নাসিরের বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালে আরো একটি জোড়া খুনের মামলা রয়েছে। পুলিশ ও ছাত্র লীগের একটি সূত্র জানায়, ছাত্র লীগের মশিউর গ্রুপকে হটিয়ে দিয়ে কমার্স কলেজ থেকে নাসির এবং তার সমর্থকরা বিতাড়িত হয়। বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে পরাস্ত হলে পলিটেকনিক্যাল কলেজও হাতছাড়া হয়ে যায় নাসির গ্রুপের। পলিটেকনিক দখলকে কেন্দ্র করে কাদের ও নাসির গ্রুপের মধ্যে একাধিক বার সংঘর্ষ হয়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পলিটেকনিক এলাকায় খুন হয় কাদের নামে অপর এক ক্যাডার। এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখতে একাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে। শত্রুকে দমন করতে গুপ্তহত্যার মত বর্বরতায়ও মেতে উঠেছে তারা। এসব সন্ত্রাসী অত্যাধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী। চট্টগ্রাম মহানগরী ও জেলার কয়েকজন ধনাঢ্য নেতা এ গ্রুপটির পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। দিয়ে যাচ্ছে অর্থের যোগান। এ বাহিনীর সদস্যরাই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে '৯৭ সালের ২৭ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার গাড়ীর বহরে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসীই দেশনেত্রীকে কয়েক ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল হাসপাতালের একটি কেবিনে। দেশনেত্রীর গাড়ীর বহরে সশস্ত্র হামলার ঘটনায় প্রাণ হারায় ২ ব্যক্তি। ছাত্র লীগ নামধারী এসব ক্যাডারের চাঁদাবাজি, মাস্তানীতে আন্দরকিল্লা, মোমিন রোড, জামালখান, সিরাজউদ্দৌলা রোড, চকবাজার, মেডিকেল কলেজ এলাকা, প্রবর্তক মোড়, মিমি সুপার মার্কেট ও ষোলশহর, বায়েজিদ বোস্তামী, অক্সিজেন, হাটহাজারী রোডের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পেশাজীবীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ অতিষ্ঠ। এসব এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কাজে সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজি করে আসছে। মাসে লাখ লাখ টাকার চাঁদা আদায় হচ্ছে। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, এ গ্রুপের অন্যতম ক্যাডার রফিউল হায়দার রফি একাই নিয়ন্ত্রণ করছে বহদ্দারহাট থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত এলাকা। তাদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে এসব এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ। এসব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ অসংখ্য মামলা থাকলেও পুলিশ

বিকল হয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং কখনো কখনো একসঙ্গে একাধিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই দশা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক নজরদারি ও সতর্ক রক্ষণাবেক্ষণ থাকলে এমনটি হবার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চলছে অনেকটা অযৌক্তিকভাবে। এগুলোর আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ দ্রুত বর্ধনশীল বিদ্যুৎ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ত্বরান্বিত করার তাগিদ বহুবার বহুভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে সরকার আশার বাণী শোনাতে কখনো কার্পণ্য করেন না। কিন্তু, বিদ্যুৎ আজ দেশের মানুষের কাছে এমন এক উপকরণে পরিণত হয়েছে, যার আশায় বুক বেঁধে বছরের পর বছর জীবন চলে না। যে দেশের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের অংশ লাভের জন্য বহিঃবিশ্বের কত না কারসাজি এবং গ্যাস রফতানির জন্য কতই না বাহানা খোঁজা হচ্ছে সেদেশে বিদ্যুৎ বিপর্যয়, বিদ্যুৎ সংকট যে কতটা অবিশ্বাস্য তা অনুধাবন করে আশু কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া উচিত। তা না হলে, দেশবাসীকে এই সিদ্ধান্তের দিকেই ঠেলে